ঋষভের শতরান, ভারতকে ম্যাচে ফেরালেন বুমরাহ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত–২২৩ ও ১৯৮
দক্ষিণ আফ্রিকা–২১০ ও ১০১/২

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : অনায়াস ব্যাটিং। সহজাত আগ্রাসন। ভাবলেশহীন শরীরিভাষা।

মার্কো জানসেনের ডেলিভারিটা লং লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে সিঙ্গলস নেওয়া। তারপরই হেলমেট খুলে সাজঘরের দিকে ব্যাট তুলে ধরা।

সাজঘরে সতীর্থরা উঠে দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে অভিবাদনে ভরিয়ে দিলেন ঋষভ পন্থকে (১৩৯ বলে অপরাজিত ১০০)। কেরিয়ারের চতুর্থ শতরানের মাধ্যমে ভারতীয় ক্রিকেটের ওয়ান্ডার কিড পরিণত হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন নিউল্যান্ডসে। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়াকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েছেন অক্সিজেন। সোশ্যাল দুনিয়ায় রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, ভিভিএস লক্ষ্মণদের শুভেচ্ছাবার্তাও পেয়েছেন।

কিন্তু তারপরও তৃতীয় দিনের শেষে ব্যাকফুটে ভারত। ইতিহাসের পদধ্বনির স্বপ্নভঙ্গের বাজনা নিউল্যান্ডসে। ব্যাট হাতে ঋষভের মস্তানির পর স্বপ্নপূরণের দায়িত্বটা ছিল ভারতীয় পেসারদের কাঁধে। ডিন এলগার (৩০), কিগান পিটারসেনদের (অপরাজিত ৪৮) ইনটেন্টের সামনে মহম্মদ সামি (২২/১), জসপ্রীত বুমরাহ (২৯/১), শার্দূল ঠাকুররা (১৭/০) পারলেন কই? বেশি আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে লাইন–লেংথটা গুলিয়ে ফেললেন ভারতীয় পেসাররা। যদিও দিনের শেষ ওভারে এলগারকে ফিরিয়ে প্রোটিয়াজদের ধাক্কা দিয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। তাঁর হাতেই আগামীকাল ভারতের ভাগ্য নির্ভর করছে।

নিউল্যান্ডসের বাইশ গজে ফাটল তৈরি হয়েছে। যেখানে বল পড়লে অতিরিক্ত বাউন্সটা 'ঘাতক' হয়ে উঠছে। সঙ্গে সিম ও সুইংয়ের ম্যাজিক তো রয়েইছে। এই ফাটল যেমন অভিশাপ, তেমনই আশীর্বাদও। যার প্রমাণ রবিচন্দ্রন অশ্বীনের (২২/০) বলে এলবিডব্লিউ হয়েও এলগারের জীবন পাওয়া। সোজাকথায়, নিউল্যান্ডসের পিচে ব্যাটারদের কাজটা ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। আর টেস্ট জয় থেকে ক্রমশ দূরে সরছে কোহলির ভারত। ঋষভের শতরান সাময়িক স্বস্তির সঙ্গে ২১১ রানের লিড দিলেও তৃতীয় দিনের শেষে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, হতাশাও। ২১২ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে তৃতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ ১০১/২। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়োজন ১১১ রান। ভারতের চাই আট উইকেট।

তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় ডেলিভারিতে চেতেশ্বর পূজারার (৯) প্যাভিলিয়ানে ফেরা। কিগানের অবিশ্বাস্য ক্যাচের পরও পূজারার ইনটেন্ট নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। অভিজ্ঞ আজিঙ্কা রাহানেও (১) কাগিসো রাবাদার অতিরিক্ত বাউন্সের শিকার হয়ে তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের ভবিষ্যত নিয়ে ফের সংশয় তৈরি করেছেন। বিরাট কোহলি (১৪৩ বলে ২৯) দীর্ঘ সময় উইকেটে কাটিয়েও দলকে ভরসা দিতে পারেননি। ওয়ান্ডারার্সে প্রোটিয়াদের উইকেট উপহার দেওয়ার আটদিনের মধ্যে নিজেকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে সুনীল গাভাসকার সহ ক্রিকেট সমাজের প্রশংসা আদায় করে ঋষভ বোঝালেন, কোনওকিছুই অসম্ভব নয়। ইনটেন্ট ঠিক রেখে নিজেকে প্রয়োগ করতে হবে শুধু। কিন্তু তাঁর সতীর্থ ব্যাটাররা? দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ১৯৮ রানের মধ্যে ঋষভ একাই একশো। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান ক্যাপ্টেন কোহলির। তারপরই রয়েছে শ্রীযুক্ত অতিরিক্ত (২৮)।

সেঞ্চুরিয়ানে স্বপ্নের শুরু। সিরিজে লিড পেয়ে যাওয়া। রামধনুর দেশে ৩১ বছর সিরিজ জিততে না পারার ছবিটা বদলের মঞ্চ তৈরি। আর এখানেই কাহানী মে টুইস্ট! 'পয়া' ওয়ান্ডারার্সে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৪০ রানের টার্গেট দিয়ে ম্যাচ হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। এলগারের ছন্দে পথ হারিয়েছিলেন ভারতীয় বোলাররা। সিরিজে সমতা ফিরিয়ে প্রোটিয়াদের আত্মবিশ্বাস কোন পর্যায়ে গিয়েছে, নিউল্যান্ডসে আজ তার প্রমাণ পাওয়া গেল। চলতি সিরিজে পিটারসেন বারবার প্রমাণ করে চলেছেন, প্রোটিয়াজ ব্যাটিংয়ের আগামীর তারা তিনি। আইডেন মার্করাম (১৬) ফেরার পর ক্যাপ্টেন এলগারকে ভরসা দিয়ে অসাধারণ কিছু শট খেললেন তিনি। রাবাদা (৫৩/৩), জানসেন (৩৬/৪), লুঙ্গি এনগিডিরা (২১/৩) তাঁদের পরিচিত পরিবেশে সেরাটা দেবেন, একথা সবার জানা। কিন্তু ভারতীয় ব্যাটাররা ধারাবাহিকভাবে তাঁদের কাজটা সহজ করে দিয়ে গেলেন। ৪৬ রানে পড়ল শেষ পাঁচ উইকেট। যা কোনও দলের জন্যই ভালো বিজ্ঞাপন নয়। চার বছর আগেও কোহলিদের মিশন দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যর্থ হওয়ার পিছনে ছিল মিডল অর্ডারের ব্যর্থতা। মাঝের সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটে বহু বদল ঘটেছে। বদলেছে কোচও। কিন্তু সমস্যার 'বেসিক' একই থেকে গেল। কোহলি–ঋষভের ৯৪ রানের পার্টনারশিপটা না হলে টিম ইন্ডিয়ার জন্য আরও সমস্যা থাকত। ক্রমাগত 'ভুল' থেকে শিক্ষা নিয়ে ঋষভ স্বকীয় আগ্রাসনের সঙ্গে ইনটেন্ট দেখিয়ে সেঞ্চুরি করলেন। অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ডের পর দক্ষিণ আফ্রিকাতেও শতরান করে দুর্দান্ত সব নজির গড়লেন। নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে প্রথম ভারতীয় উইকেটকিপার–ব্যাটার হিসেবে শতরান করে ইতিহাসে নাম তুলে ফেললেন পন্থ। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞ সতীর্থরা 'ভুলের ভুলভুলাইয়া' থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেন না। উপরি হিসেবে দুই ইনিংসে সব ভারতীয় ব্যাটার ক্যাচ আউট হয়ে নয়া নজিরও গড়ে ফেলেছেন।

দিনের শেষ ওভারে বুমরাহ স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও সমর্থকদের কাঠগড়ায় ভারতীয় ব্যাটিংই।

ছয় মারতে গিয়ে ব্যাট ফসকে গেল ঋষভ পন্থের। বৃহস্পতিবার কেপটাউনে। – এএফপি

৮৫ মিনিটেই খেলা শেষ, বিতর্কে রেফারি

লিম্বে, ১৩ জানুয়ারি : রেফারির সিদ্ধান্ত ঘিরে ধুন্ধুমার আফ্রিকান নেশনস কাপে। মালি বনাম তিউনিসিয়া ম্যাচে খেলার ৮৫ মিনিটেই শেষ বাঁশি বাজিয়ে দিলেন রেফারি জ্যানি সিকাজোয়ে! ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যান দুই দলের প্লেয়ার থেকে লিম্বে স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শক–সমর্থকরা। পরে ভুল শুধরে খেলা শুরু হলেও নাটক থামেনি।

৮৭ মিনিটে মালির ফরোয়ার্ড এল বিলাল টাওরেকে লাল কার্ড দেখান সিকাজোয়ে। অথচ বিপক্ষের ফুটবলার ডাইলান ব্রোনকে মোটেই কড়া ট্র্যাকল করেননি বিলাল। রেফারির সিদ্ধান্ত ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মালির ফুটবলাররা। এমনকি ভিএআর প্রযুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রস্তাবও নাকচ করে দেন সিকাজোয়ে। বিতর্ক এরপর চরমে ওঠে যখন ম্যাচের ৮৯.৪৯ মিনিটেই খেলার শেষ বাঁশি বাজিয়ে দেন রেফারি।

এরপরেই মেজাজ হারিয়ে সিকাজোয়ের দিকে তেড়ে যান তিউনিসিয়ার কোচ ম্যান্ডের কেবায়ের। হাতের ঘড়ি দেখিয়ে জানতে চান, রেফারির সময় সম্পর্কে আদৌ কোনও ধারণা আছে কি না। বিশ্রী ভুল ধরিয়ে দিলেও সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাননি জাম্বিয়ার ৪২ বছরের এই রেফারি। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হতে নিরাপত্তারক্ষী নামিয়ে মাঠ থেকে বের করা হয় সিকাজোয়েকে।

ঘটনার আঁচ টের পেয়ে আসরে নামেন আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশনের কর্তারা। ম্যাচের পর মালির সাংবাদিক সম্মেলন মাঝপথে থামিয়ে জানানো হয়, ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের খেলা আয়োজন করা হবে। সেই নির্দেশ মেনে দুই দলের ফুটবলারদের মাঠে নামতে অনুরোধ করা হয়। ৪০ মিনিট পর মালির ফুটবলাররা মাঠে নামলেও রাজি করানো যায়নি তিউনিসিয়ার কোচ–ফুটবলারদের। বিতর্কিত ম্যাচে ইব্রাহিম কোনের পেনাল্টি থেকে করা গোলে তিউনিসিয়ার বিরুদ্ধে ১–০ গোলে এগিয়ে ছিল মালি। শেষপর্যন্ত তাদের জয়ী ঘোষণা করা হয়।

চলতি টুর্নামেন্টে প্রথমবার নয়। এর আগেও বিতর্কে জড়িয়েছেন পেশায় শিক্ষক সিকাজোয়ে। ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপে জোড়া ম্যাচে পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন জাম্বিয়ার এই রেফারি। সেই বছরেই আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের একটি ম্যাচে গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। যে কারণে নির্বাসিত করা হয় তাঁকে। ২০১৯ সালে সেই শাস্তি মকুবও হয়। এমন বিতর্কিত চরিত্রকে কেন আফ্রিকান নেশনস কাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

ইএফএল কাপ

ভিএআর ভাগ্যে ফাইনালে চেলসি

চেলসি – ১ (রুডিগার ১৮মি)
টটেনহ্যাম – ০
(দুই পর্ব মিলিয়ে চেলসি জিতল ৩–০ গোলে)

লন্ডন, ১৩ জানুয়ারি : ম্যাচ শেষে কি ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির সঙ্গে দেখা করেছেন চেলসি কোচ টমাস টুচেল?

বুধবার রাতে লিগ কাপ সেমিফাইনালের ফিরতি পর্বে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিরুদ্ধে তিনবার ভিএআরের সাহায্য পেল চেলসি। আগের পর্ব ২–০ গোলে জেতার অ্যাডভান্টেজ নিয়েই এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে নেমেছিল তারা। এরপর ১৮ মিনিটে ম্যাসন মাউন্টের কর্নার থেকে ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগার এগিয়ে দেন দলকে। তবে বিরতির আগে–পরে ভিএআরে ভুগল টটেনহ্যাম। ৪২ মিনিটে পিয়ের–এমিল হোবার্গকে করা ফাউলের পরিপ্রেক্ষিতে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি অঁদ্রে মেরিনার। তবে ভিডিও দেখে নিজের সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করেন তিনি। ৫৭ মিনিটে ফের পেনাল্টি আদায় করেছিলেন লুকাস মৌরা। এবারও ভিডিও দেখে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটেন মেরিনার। ৬৪ মিনিটে হ্যারি কেনের গোলে সমতা ফিরিয়েছিল টটেনহ্যাম। যদিও ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি সেই গোল বাতিল করেন।

এদিন জিতলেও দলের খেলায় খুশি নন টুচেল। চেলসি কোচের কথায়, 'ম্যাচের ফলে খুশি। প্রথমার্ধে আমরা ভালো খেলেছি। ফলে যোগ্য দল হিসেবেই ফাইনালে উঠলাম। তবে আমরা বারবার নিজেদের মনসংযোগ আর ফোকাস হারিয়েছি। প্রথমার্ধের শেষ আর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বারবার এই ঘঠনা ঘটেছে। তার শাস্তিও প্রায় পেয়েই গিয়েছিলাম। এটা আমাদের খেলার ধরণ না। কোনওভাবেই আমাদের সেরা পারফরম্যান্স নয়। প্রথম পর্বে অনেকটাই ভালো খেলেছি। এই বিষয়ে কাজ করতে হবে।' শনিবার প্রিমিয়ার লিগে পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে চেলসি। ১০ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে থাকা সিটির বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করার বিলাসিতা নেই টুচেলের কাছে। তাই ম্যাচ জিতেও দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সরব এই জার্মান কোচ।

ঋষভের মতো প্লেয়ার দরকার : ভন

ওয়ান্ডার বয়ের বিস্ময় ইনিংসে মুগ্ধ শচীনরা

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : ওয়ান্ডার বয়ের স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন।

একটা মিরাক্‌ল ইনিংসে চুপ করিয়ে দিয়েছেন সমালোচকদের। ব্যর্থতা ঝেড়ে ভাসছেন প্রশংসায়। ১৩৯ বলে অপরাজিত ১০০! দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতিতে দলের (১৯৮) অর্ধেকের বেশি রান একা ঋষভ পন্থের। ভেসে থাকা ভারতীয় দলেরও।

শচীন তেন্ডুলকার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে লিখেছেন, 'আউটস্ট্যান্ডিং ইনিংস। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অসাধারণ একটা ইনিংস খেলল ঋষভ।' ঋষভরা এরকমই। যেদিন খেলেন, বাকিদের তাকিয়ে থাকতে হয়। পরিস্থিতি, পরিবেশ, প্রতিপক্ষ—সবকিছু গুরুত্বহীন।

যে পিচে রান তুলতে ব্যাটসম্যানদের হিমশিম হাল। ১৪৩ বল খেলে বিরাট করেছেন মাত্র ২৯, সেখানেই ১৩৯ বলে চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরি। টুইটবার্তায় ভারতীয় ক্রিকেটের বহু স্মরণীয় ইনিংসের নায়ক ভিভিএস লিখেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মাটিতে আগেই টেস্ট সেঞ্চুরি করেছে ঋষভ। এবার কেপটাউনে। আমার দেখা অন্যতম সেরা কাউন্টার অ্যাটাকিং ইনিংস। ভারতকে যা ম্যাচে রাখল।'

মহম্মদ কাইফ আবার ঋষভকে ম্যাচ উইনার বলছেন। কঠিন সময়ে জ্বলে ওঠার পরম্পরাটা আবারও তুলে ধরল। কাইফের কথায়, ঋষভ হল পারফেক্ট টিমম্যান। তাই দলের বিপদে বারবার জ্বলে ওঠে তরুণ তুর্কির ব্যাট। একই সুরে কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত লিখেছেন, 'হোয়াট এ ম্যাচ উইনার। হোয়াট এ প্লেয়ার। চাপের মুখে অন্যতম সেরা ইনিংস।'

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনের মতে, ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা টেস্ট সেঞ্চুরি। ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রাখতে দরকার ঋষভের মতো প্লেয়ার। দামি ইনিংস। দীনেশ কার্তিক লিখেছেন, 'কেপটাউনে সুপারম্যানের জন্য স্পেশাল কেপ অর্ডার দেওয়া হোক। নায়কোচিত ইনিংস।'

সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝে শতরান করে অপরাজিত থাকলেন ঋষভ পন্থ।

মায়াঙ্কের টেকনিকেই ভুল দেখছেন আগরকার

শাস্ত্রীর ভোকাল টনিকেই সামির ভোলবদল : সানি

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : সামি ১–এর চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর সামি ২।

আর হারিয়ে যেতে যেতে মহম্মদ সামির দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর নেপথ্যে নাকি রবি শাস্ত্রীর ভোকাল টনিক! এমনই দাবি স্বয়ং সুনীল গাভাসকারের। কিংবদন্তি ওপেনারের মতে, ঘুমিয়ে থাকা সামিকে জাগিয়ে দেয় শাস্ত্রীর কড়াবার্তা।

২০১৮ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে জোহানেসবার্গ টেস্টের ঘটনা। তার আগে সামি প্রত্যাশামাফিক উইকেট পাচ্ছিল না। শাস্ত্রী সামিকে ডেকে বলে, এই পিচে যদি উইকেট না পাও, তাহলে...। কোচের চাঁছাছোলা যে মন্তব্য জাগিয়ে দিয়েছিল সামিকে। হেডস্যরের ভোকাল টনিক বদলে দেয় সামির আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ছবিটাই।

সুনীল গাভাসকারের মতে, খেলোয়াড়দের থেকে সেরাটা বার করে আনতে, অনেক সময় ধাক্কা দিতে হয়। সামির সঙ্গে ঠিক সেটাই করেছিলেন শাস্ত্রী। ফলও হাতেনাতে। ওই জোহানেসবার্গ টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বল হাতে টলিয়ে দিয়েছিল সামি। আর ওখান থেকেই সামির কেরিয়ার–গ্রাফ বদলে যাওয়া। আর পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি।

চলতি টেস্টের প্রথম ইনিংসে জসপ্রীত বুমরাহ ৫ উইকেট নেন। সামির পকেটে কিগান পিটারসেন, টেম্বা বাভুমা সহ দুটি মূল্যবান শিকার। দ্বিতীয় ইনিংসেও আইডেন মার্করামকে ফিরিয়ে ব্রেক থ্রু দিয়েছেন। গাভাসকারের কথায়, 'সামির মতো বোলারকে খেলার বাইরে রাখা যায় না বেশিক্ষণ। বুমরাহ–উমেশ যাদবকে উইকেট নিতে দেখে তেতে ছিল।। দলেরও উইকেট দরকার ছিল। ঠিক সেটাই দিয়েছে সামি।'

সামি যখন ফর্মের তুঙ্গে, তখন দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পেসার ইশান্ত শর্মার কেরিয়ার প্রশ্নের মুখে। চলতি সফরে একটা ম্যাচেও জায়গা হয়নি। মহম্মদ সিরাজ, শার্দূল ঠাকুররাও গুরুত্ব পাচ্ছেন টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে। ইশান্তের জন্য নিশ্চিতভাবে যা বড় বার্তা। তবে এভাবে ইশান্তকে বসিয়ে রাখা মানতে পারছেন না শন পোলক। প্রাক্তন প্রোটিয়া স্পিডস্টারের মতে, ভারতীয় ক্রিকেটে ইশান্তের অবদান অনস্বীকার্য। গোটা সিরিজে এভাবে সাজঘরে বসে থাকা অস্বস্তির। টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত ইশান্তকে নিয়ে তাদের ভাবনা পরিষ্কার করা।

এদিকে, মায়াঙ্ক আগরওয়ালের ব্যাটিংয়ে হতাশ অজিত আগরকার। দারুণভাবে সিরিজ শুরুর পরও তা ধরে রাখতে পারেননি মায়াঙ্ক। আগরকার যার মধ্যে টেকনিকগত ভুল খুঁজে পাচ্ছেন। বলেছেন, 'দারুণ সুযোগ ছিল মায়াঙ্কের সামনে। শুরুটাও খুব ভালো করেছিল। কিন্তু সুযোগটা নষ্ট করল ও। মানছি, কাগিসো রাবাদা ছন্দে থাকলে সামলানো সহজ নয়। তবে আমার মতে, মায়াঙ্কের ব্যাটিংয়েই ত্রুটি রয়েছে। গত কয়েকটি ইনিংসে আউটের ধরন প্রায় এক। ওর দুর্বলতাটা ধরা পড়ে যাচ্ছে।'

দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম ধাক্কা দিলেন মহম্মদ সামি।

আবার ব্যর্থ। প্যাভেলিয়নের পথে চেতেশ্বর পূজারা ও আজিঙ্কা রাহানে।

ভারতীয় বোলিংয়ে মজে পিটারসেন

অভিষেকের কেপটাউনে নস্টালজিক বুমরাহ

কেপটাউন, ১৩ জানুয়ারি : গতির পালটা গতি।

সুইং, বাউন্সের জবাব একই অস্ত্রেই। কাগিসো রাবাদা, এনগিডি লুঙ্গি, মার্কো জানসেনদের পালটা জবাবে ভারতীয় বোলিংয়ের মূল কারিগর জসপ্রীত বুমরাহ। মূলত প্রথম ইনিংসে বুমরাহ–র পাঁচ শিকার দলকে লড়াইয়ে রাখে। কাজ অবশ্য শেষ হয়নি। এবার চ্যালেঞ্জ ২১২ রানের পুঁজি নিয়ে মিশন আফ্রিকায় নতুন ইতিহাস গড়ার।

অবশ্য চাপ নয়, জসপ্রীত বুমরাহ মুহূর্তটা উপভোগ করতে চান। আর বিরাট কোহলির নেতৃত্বে খেলাটা যে তিনি উপভোগ করছেন, তাও জানিয়ে দিতে ভুলছেন না। অভিষেকের কেপটাউনে দাঁড়িয়ে মাতলেন স্মৃতি রোমন্থনে। জানান, চার বছর আগে কেপটাউনে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল। বিরাট তখন থেকেই তাঁর পাশে। বোলারদের সবসময় উদ্বুদ্ধ করেন, মানসিকভাবে তাজা রাখতে সাহায্য করেন। তাই বিরাটের নেতৃত্বে খেলার আলাদা মজা।

বুমরাহ আরও বলেন, 'অভিষেকের মাঠে ফের খেলতে নামার স্পেশাল অনুভূতি থাকে। আর সাফল্য পেলে এবং তা দলকে সাহায্য করলে তৃপ্তিটা কয়েক গুণ বেশি। দীর্ঘদিন পরিশ্রম করেছি। তারই ফল পাচ্ছি। তবে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নয়, আমাদের মূল লক্ষ্য টিম ওয়ার্ক। সবাই মিলিতেই লক্ষ্যপূরণের কাজটা সম্পূর্ণ করতে চাই।'

নিউল্যান্ডসের উইকেটও ভরসা জোগাচ্ছে বুমরাহকে। ভারতীয় স্পিডস্টারের যুক্তি, নতুন বলটা ঘাতক এই বাইশ গজে। বলটা সেইসময় বাড়তি নড়াচড়া করে। সুযোগ নিতে পারলে সাফল্য সম্ভব। তবে বল পুরোনো হলে ব্যাটারদের অ্যাডভান্টেজ। যদিও দ্বিতীয় ইনিংসে ঋষভ পন্থ ছাড়া যে সুযোগ নিতে পারেনি আর কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যান। ফলস্বরূপ, ফের স্বল্প পুঁজি নিয়ে দলের বৈতরণি পারের কঠিন পরীক্ষা বুমরাহ অ্যান্ড কোংয়ের জন্য।

এদিকে, প্রথম ইনিংসের দলের সর্বোচ্চ রান করার পরও কিগান পিটারসনের মুখে ভারতীয় বোলিংয়ের প্রশংসা। ২৮ বছর বয়সি কিগানের মতে, ভারতীয় বোলিং দুর্দান্ত। কেরিয়ারে এত ভালো বোলিংয়ের মুখোমুখি কখনও হননি। বুমরাহ–সামিদের বিরুদ্ধে খেলার সময় প্রতিটি মুহূর্ত নিজেকে ফোকাস রাখতে হয়েছে। একটু এদিক–ওদিক মানেই বিপদ। তাই বলে দিচ্ছেন, এই ৭২ রানের ইনিংসের মূল্য তাঁর কাছে একটু বেশিই।

খোয়াজাকে ওপেনিংয়ে রেখে গোলাপি-যুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া

হোবার্ট, ১৩ জানুয়ারি : দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলে ফিরে হইচই ফেলে দিয়েছেন।

সিডনির নিউ ইয়ার্স টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নতুন দিশা দিয়েছেন থমকে থাকা কেরিয়ারকে। এরপর উসমান খোয়াজাকে বাদ দেওয়া অসম্ভব ছিল। তা হয়ওনি। আর খোয়াজাকে প্রথম একাদশে রাখতে দলের কম্বিনেশনই বদলে ফেললেন প্যাট কামিন্সরা!

কামব্যাক টেস্টে মিডল অর্ডারে ট্রাভিস হেডের পরিবর্তে খেলেছিলেন খোয়াজা। করোনা–সংক্রামিত হেড দলে ফিরেছেন। তাই খোয়াজাকে দিয়ে ওপেনিংয়ের ভাবনার। ফলস্বরূপ কোপ তরুণ ওপেনার মার্কাস হ্যারিসের ওপর। ১৪ টেস্টের কেরিয়ারে তৃতীয়বার ছাঁটাই হলেন হ্যারিস।

চলতি অ্যাসেজে মোটামুটি রান পেয়েছেন। মেলবোর্নে ৭৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসও খেলেন। কিন্তু ২ বছর পর খোয়াজার স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনের পর এছাড়া রাস্তা ছিল না। অধিনায়ক কামিন্স জানান, হ্যারিসও বুঝতে পারছিল এরকম কিছু ঘটতে চলেছে। ওর জন্য কঠিন সময়। কিন্তু প্রত্যাবর্তন টেস্টের দুই ইনিংসে কেউ সেঞ্চুরি করলে কীই বা করা যেতে পারে। তবে তরুণ হ্যারিসের সামনেও লম্বা কেরিয়ার পড়ে। অনেক সুযোগ আসবে, সেই আশ্বাস দিয়ে রাখেন সতীর্থকে।

ওপেনিং নতুন নয় খোয়াজার জন্য। অতীতে সাত টেস্টে ওপেন করে দুটি সেঞ্চুরি সহ ব্যাটিং গড় ৯৬.৮০! এর মধ্যে ২০১৬ সালে পিঙ্ক বল টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৪৫। কামিন্সও জানিয়ে দিচ্ছেন, দল আত্মবিশ্বাসী। খোয়াজা ক্লাস ব্যাটসম্যান। যে কোনও পজিশনে সাফল্যের ক্ষমতা রাখে। এদিকে, স্কট বোলান্ডের ফিটনেস নিয়েও সংশয়। সমস্যা না মিটলে ঝেই রিচার্ডসনের মতো অভিজ্ঞ বোলারকে দেখা যাবে কামিন্স–মিচেল স্টার্কদের সঙ্গে।

৩–০ ব্যবধানে অ্যাসেজ ইতিমধ্যে অজিদের পকেটে। সিডনিতে কোনওক্রমে ম্যাচ ড্র রাখে ইংল্যান্ড। শেষ টক্করে ইংল্যান্ড বধে ৪–০ করাই টার্গেট। কামিন্সদের আত্মবিশ্বাস বলের ডুয়েলেও ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়েছে। হোবার্টে অ্যাডিলেডের পুনরাবৃত্তি? এই মাঠে অজিদের রেকর্ড বেশ ভালো। ১৩টি টেস্ট খেলে ৯টিতে জয়। হার দুই ম্যাচে।

কম্বিনেশনের খোঁজে রুটরা

সিরিজ খুইয়ে জো রুটদের কাছে শুধু সম্মানরক্ষার ম্যাচ। টানা ব্যর্থতায় জেরবার হাল। কোনও কম্বিনেশন, স্ট্র্যাটেজিই কাজে আসছে না। তার ওপর দিন–রাতের ম্যাচের অ্যাসিড টেস্ট। আরও বড় লজ্জার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না সমর্থকরাও। আশঙ্কা সত্যি হলে অধিনায়ক রুট, কোচ ক্রিস সিলভারউডদের পায়ের নীচের জমি আরও নড়বড়ে।

প্রবল চাপের মাঝে ঐক্যের সুর রুটের গলায়। সিলভারউডের পাশে দাঁড়িয়েছেন রুটের পালটা যুক্তি, ব্যর্থতার জন্য গোটা দল দায়ী। তাদের পারফরমেন্স কোচকে সমালোচনার মুখে ঠেলে দিয়েছে। দলের প্রত্যেকেই মরিয়া ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন বায়ো বাবলের একঘেয়েমির মধ্যে কাটানোর অজুহাতও রুটের গলায়।

রুট অবশ্য জানেন, অজুহাতে হতাশা কাটবে না। দরকার পারফরমেন্স। সিডনিতে মরিয়া লড়াইয়ে পাওয়া ড্র থেকে রসদ খুঁজছেন। হোবার্টের তুলনামূলক ব্যাটিং সহায়ক পিচ চাপে থাকা ইংরেজ ব্যাটারদের স্বস্তি দেবে। সিডনিতে জনি বেয়ারস্টো রান পেয়েছেন। বেন স্টোকসের ব্যাটিংয়ে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত।

সবকিছু ছাপিয়ে জেমস অ্যান্ডারসন–স্টুয়ার্ট ব্রডের ব্যাট হাতে মরিয়া লড়াই–হারানো আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও ফিরিয়েছে। আগামীকাল যা সঙ্গী করে সম্মানরক্ষার ম্যাচে থ্রি লায়ন্স। তবে জনি বেয়ারস্টোর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। রয়েছে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনাও। কিন্তু তাতে কি দিন–রাতের টেস্টে ইংল্যান্ড শিবিরের অন্ধকার কাটবে? উত্তর সময়ের হাতে।